সাঁতারের কোচ (শিক্ষক) তার কাছে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় তা শিক্ষা দিল (দুঃখের বিষয় ঐ সংকটের মধ্যে বালকটি কি সাঁতার কাটা শিখতে পারে?)। বা একজন দয়ালু ব্যক্তি এলো এবং সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে রক্ষা করল। এই তিনজনের মধ্যে কে বালকটির উদ্ধারকর্তা হবেন? নিশ্চয়ই শেষের জন।

অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নাই

প্রিয় বন্ধুগণ, মানুষ যখন কষ্টের মধ্য দিয়ে যায় এবং হতাশার মধ্যে জীবন কাটায় তখন যীশু তাদেরকে খুঁজতে আসেন। এদের মধ্যে আপনি এবং আমিও আছি। কোন মানুষ বা স্বর্গদূত নয় স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের উদ্ধারকর্তা হন। এই পথ ছাড়া জগতে আর কোন পরিত্রাণ নাই। যেমনটি বাইবেল বলে, "আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।" (প্রেরিত ৪:১২)।

প্রভু যীশুই মানুষের একমাত্র ত্রাণকর্তা। তিনি ভবিষ্যতে ঈশ্বরের বিচার থেকেই রক্ষা করবেন শুধু তা নয়, বরং আমাদের এই বর্তমান জীবনকালেও তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা। সকল বিশ্বাসীই সাক্ষ্য দিয়ে বলতে পারেন যে, আমরা শয়তান, মৃত্যু ও পাপের কবল থেকে মুক্ত হয়েছি এবং তাঁরই কারণে সকল দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করতে সক্ষম।

যীশু এখনই আপনাকে পরিত্রাণ দিতে চান যেন, আপনি তাঁর অসীম অনুগ্রহ ও প্রেম উপলব্ধি করতে পারেন। এই অমূল্য দানটি লাভ করার জন্য আপনি কি করবেন? আপনাকে একটি টাকাও খরচ করতে হবে না বা নিজে নিজের পরিবর্তনের চেষ্টাও করতে হবে না। আপনাকে শুধু তাঁর দিকে ফিরতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে। একথা স্বীকার করুন যে আপনি পাপী এবং তাঁকে আপনার ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করুন। তাহলে আপনি পরিত্রাণের ভাগী হবেন এবং যীশু তাঁর আত্মাতে চিরকালের জন্য আপনার জীবনে বাস করবেন। কি অদ্ভুত আশীর্বাদ!!

–মিঃ শমূয়েল চিং কর্তৃক লিখিত ও প্রদত্ত।

বাংলাদেশ এভরি হোম কন্টাক্ট
৩৮ দিলু রোড, মগবাজার
পোষ্ট বক্স-২৮৬
ঢাকা-১০০০

সুখ ও জীবন

ঈশ্বর আদিতে যখন মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তখন তিনি মানুষের মধ্যে আত্মা দিয়েছিলেন এবং সে জীবন্ত প্রাণী হয়েছিল। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য হল মানুষের আত্মা ও প্রাণ আছে। পশুর জগতে কোন ধর্ম নেই। পশু প্রাণীরা সমস্যা মোকাবিলার জন্য ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হয় না কারণ তাদের কোন আত্মা নেই। আত্মা ছাড়া কেউই আত্মিক বিষয় সকল বুঝতে পারেনা। মানুষ পশু হতে ভিন্ন রকমের। প্রয়োজনে বা সমস্যার সময় স্বভাবগত ভাবেই মানুষ কোন শক্তির সাহায্য প্রত্যাশা করে। সেই কারণেই যেখানে মানুষ আছে সেখানে ধর্ম আছে। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে মূর্তি তৈরি করে ফলে বিভিন্ন ধরনের ধর্ম আসতে শুরু করে। কে প্রকৃত ঈশ্বর? মানুষ কোন ধরনের ধর্ম তৈরি করে? আসুন আমরা একটি উদ্দেশ্য নিয়ে বিনম্র চিত্তে বিষয়টি আলোচনা করি।

ঈশ্বর কোন ধর্মীয় নেতা নন

আমরা যখন কোন ধর্মের প্রবর্তককে লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই যে তারা সকলেই মানুষ। তারা কখনই নিজেদের ঈশ্বর বলে দাবী করেননি।

একইভাবে সকল ধর্মীয় নেতারাই কেবল মানুষ মাত্র। তারা কেউই মৃত্যু, পাপ, ও শয়তানের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনা। যীশুই হলেন প্রকৃত ঈশ্বর। তাঁর কোন আরাধনার প্রয়োজন নেই কারণ তিনি নিজেই পবিত্র, ধার্মিক

ও প্রেম। বাইবেল তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলে, "সকলই তাঁহার দ্বারা হয়েছিল, হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই" (যোহন ১:৩)। তাঁর সত্য অনুসন্ধানের দরকার হয় না কারণ তিনি নিজেই সত্য। তিনি বলেছেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন" (যোহন ১৪:৬)।

মনুষ্য নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না

বিশ্বের সকল ধর্মই শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত যা মানুষকে ভাল হতে শিক্ষা দেয়। কেবলমাত্র খ্রীষ্টধর্মই পরিত্রাণের উপর জোর প্রদান করে। এটি আরও নিশ্চিত করে যে অন্য সকল ধর্মে প্রবর্তকগণ নিজেদেরকে "শিক্ষক বা গুরু" হিসেবে দাবী করেছেন কিন্তু যীশু হলেন আমাদের "ত্রাণকর্তা"। মানুষের দ্বারা তৈরি ধর্ম মানুষের বিকৃত স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারে না। পক্ষান্তরে ঈশ্বরের পরিত্রাণ আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। আমরা সকলেই পাপের দাসত্বে আছি। যদি আমরা খবরের কাগজ পড়ি তা'হলে সহজেই দেখতে পাব মানুষের মধ্যে রয়েছে স্বার্থপরতা, অহংকার, ঘৃণা, প্রতারণা, নষ্টামি, লোভ এবং ভন্ডামি। এতে এটাই প্রকাশ পায় যে যেখানেই মানুষ সেখানেই সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ভরা। আমরা এর থেকে রেহাই পাই না বরং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে হয় মানুষের কোথাও সমস্যা আছে!

যীশু মুক্তিদাতা

হ্যাঁ, মানুষ ভ্রান্ত হয়েছে। আমরা দেখেছি – আইন-কানুন যত খাঁটিই হোক না কেন মানুষ তার ফাঁক-ফোকড় দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবেই। তাই আমাদের যা দরকার তা হলো ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝবার সামর্থ নয় বরং মন্দের উপর জয়লাভ করার ক্ষমতা। বাইবেল মানুষের অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার মাংসে, উত্তম কিছুই বাস করে না" (রোমীয় ৭:১৮)। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতি বুঝেন। মানুষ যখন পাপ করেই চলেছে তখন ঈশ্বর নিজের একজাত পুত্র যীশুকে জগতে পাঠালেন। যীশু আমাদের পক্ষে ক্রুশে প্রাণ দিলেন এবং আমাদের পরিবর্তে নিজে ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করলেন। তাঁরই কারণে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিচারের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি এবং অনন্তকালের অগ্নি ভক্ষিত হওয়ার শাস্তি থেকেও রেহাই পেতে পারি। এছাড়াও যীশুর পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদেরকে মৃত্যু, শয়তান ও পাপের উপর বিজয় লাভকারী অনন্ত জীবন দান করেন। যারা যীশুকে বিশ্বাস করে তারা বিনষ্ট হয় না কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।

একটি দৃষ্টান্ত। ধরুন একটি বালক সে সাঁতার কাটতে জানে কিন্তু সমুদ্রে পড়ে গেল। এই অবস্থায় একজন শিক্ষক এসে তাকে বিদ্রূপ করল এবং অঙ্গুল উচিয়ে বলল, তার অবাধ্যতার জন্য এটিই তার শাস্তি। বা আর একজন